গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সমন্বয় অধিশাখা
www.mora.gov.bd

স্মারক নং: ১৬.০০.০০০০.০০১.২১.০০৩.২০২০-১৪৮ তারিখ : ০৬ এপ্রিল ২০২০

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

বিষয় : প্রাণঘাতি করোনাভাইরাস বিস্তার রোধে সর্বসাধারণকে ইবাদত/উপাসনা নিজ নিজ ঘরে পালনের নির্দেশ

বিশ্বব্যাপি প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাস ভয়াবহ মহামারী আকার ধারণ করেছে। বাংলাদেশে যথাযথভাবে সুরক্ষা নিশ্চিত করা না হলে ব্যাপক সংক্রমণ এবং বিপুল প্রাণহানির আশঙ্কা করছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

০২। করোনা ভাইরাস মানুষের হাঁচি কাশি নিঃশ্বাস ও সংস্পর্শের মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে সংক্রমিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংক্রমিত ব্যক্তির দেহে রোগের উপসর্গ দেখা দেয়ার আগেই তার মাধ্যমে অন্যদের মধ্যে সংক্রমণ ঘটতে পারে। অনেকের মধ্যে ভাইরাসটি সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে যার লক্ষণ দৃশ্যমান হয় না। পূর্ব থেকে সতর্কতা অবলম্বন না করলে এর বিস্তার রোধ অসম্ভব হয়ে পড়বে। এরকম হতে থাকলে অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও ব্যাপক সংক্রমণ ও প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে। বিশ্বে এ পর্যন্ত এ রোগের কোন প্রতিষেধক বা চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়নি। যে কারণে সরকার সব ধরনের জনসমাগম নিষিদ্ধ করেছে এবং সামাজিক দূরত্ব বজার রাখার লক্ষ্যে দেশের সব নাগরিককে ঘরে থাকার কঠোর নির্দেশ প্রদান করেছে।

০৩। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ও প্যাগোডাসহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে জনসমাগমের মাধ্যমে এ রোগের বিস্তার ঘটছে। আমাদের পাশ্ববর্তী দেশগুলোতেও এ ধরনের বিস্তার ও প্রাণহানির ঘটনার উদাহরণ বিদ্যমান। ইতোমধ্যে মুসলিম স্কলারদের অভিমতের ভিত্তিতে পবিত্র মক্কা মুকাররমা ও মদিনা মুনাওয়ারাসহ বিশ্বের প্রায় সব দেশের মসজিদে মুসল্লিদের আগমন সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ এ রোগের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রিত না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ও প্যাগোডাসহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সর্বসাধারণের আগমন বন্ধ রাখার জোর পরামর্শ দিয়েছেন।

০৪। বিগত ২৯ মার্চ ২০২০ তারিখে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আহ্বানে এ বিষয়ে দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ মিলিত হয়ে মসজিদে মুসল্লীদের উপস্থিতি সীমিত রাখার ব্যাপারে সর্বসম্মতভাবে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তৎপরবর্তীতে পরিস্থিতি দ্রুত ভয়ঙ্কর অবনতির দিকে যাচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সকলের সঙ্গে পরামর্শক্রমে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করা হলো:

১. ভয়ানক করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধকল্পে মসজিদের ক্ষেত্রে খতীব, ইমাম, মুয়াজ্জিন ও খাদেমগণ ব্যতীত অন্য সকল মুসুল্লীকে সরকারের পক্ষ থেকে নিজ নিজ বাসস্থানে নামায আদায় এবং জুমআর জামায়াতে অংশগ্রহণের পরিবর্তে ঘরে যোহরের নামায আদায়ের নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে।

২. মসজিদে জামায়াত চালু রাখার প্রয়োজনে সম্মানিত খতিব, ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদেম মিলে পাঁচ ওয়াক্তের নামাযে অনধিক ৫ জন এবং জুমআর জামায়াতে অনধিক ১০ জন শরিক হতে পারবেন। জনস্বার্থে বাহিরের মুসল্লী মসজিদের ভিতরে জামায়াতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

৩. একই সাথে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদেরকেও উপাসনালয়ে সমবেত না হয়ে নিজ নিজ বাসস্থানে উপাসনা করার জন্য নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে।

৪. এ সময়ে সারাদেশে কোথাও ওয়াজ মাহফিল, তাফসির মাহফিল, তাবলীগি তালীম বা মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা যাবে না। সবাই ব্যক্তিগতভাবে তিলাওয়াত, যিকির ও দুআর মাধ্যমে মহান আল্লাহর রহমত ও বিপদ মুক্তির প্রার্থনা করবেন।

৫. অন্যান্য ধর্মের অনুসারীগণও এ সময়ে কোন ধর্মীয় বা সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের জন্য সমবেত হতে পারবেন না।

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

০৫। সকল ধর্মের মূলনীতির আলোকে এবং জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে এই নির্দেশনা জারি করা হলো। উল্লিখিত নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা কমিটিকে অনুরোধ জানানো হলো। কোন প্রতিষ্ঠানে উক্ত সরকারি নির্দেশ লংঘিত হলে প্রশাসন সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।

০৬। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে এ নির্দেশ জারি করা হলো।

০৮/০৪/২০২০

মো: সাখাওয়াৎ হোসেন
উপসচিব
ফোন-৯৫৪৫৭৩৮
Email : moragovbd@gmail.com

বিতরণ : (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
২. মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার (সকল)
৩. উপ-মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ (সকল রেঞ্জ)
৪. জেলা প্রশাসক (সকল)
৫. পুলিশ সুপার (সকল)

স্মারক নং : ১৬.০০.০০০০.০০১.২১.০০৩.২০২০-১৪৮ তারিখ: ০৬/০৪/২০২০ খ্রি.

অনুলিপি : সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হলো। (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাও, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সিনিয়র সচিব, ... মন্ত্রণালয়/ বিভাগ।
৫. পুলিশ মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।
৬. সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৭. সচিব..... মন্ত্রণালয়/ বিভাগ।
৮. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, ঢাকা।
৯. মহাপরিচালক, ডিজিএফআই/এনএসআই, ঢাকা।
১০. প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, পিআইডি, তথ্য মন্ত্রণালয়, (বিজ্ঞপ্তিটি সকল ইলেক্ট্রনিক ও প্রেস মিডিয়ায় প্রচারের অনুরোধসহ)।
১১. মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
১২. মহাপরিচালক, স্বাস্থ অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১৩. প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
১৪. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর/ঢাকা দক্ষিণ/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ গাজীপুর/নারায়ণগঞ্জ/ময়মনসিহং/কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন।
১৫. পরিচালক, আইইডিসিআর, মহাখালী, ঢাকা।
১৬. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
১৭. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
১৮. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
১৯. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২০. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ সেবা বিভাগ, স্বাস্থ ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২১. পরিচালক/উপ-পরিচালক, সকল বিভাগ ও জেলা কার্যালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
২২. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)। (উপরোক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের অনুরোধসহ)
২৩. অফিসার ইনচার্জ, সকল থানা। (উপরোক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের অনুরোধসহ)
২৪. সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি শাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২৫. প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)।
২৬. সংশ্লিষ্ট নথি/ গার্ড ফাইল।

০৮/০৪/২০২০

মো: সাখাওয়াৎ হোসেন
উপসচিব